পারিবারিক কলহে কোটচাঁদপুরে স্কুল পড়ুয়া যুবকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পারিবারিক কলহের জেরে অভিমান করে সজিব হোসেন (১৪) নামে স্কুল পড়ুয়া এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। রবিবার সকালে উপজেলার সাফদাপুর বাজার পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত যুবক ওই এলাকার রবিউল ইসলাম নবীর ছেলে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, সজিব এলাকার একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। অভাবের সংসারে বাবা মায়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া- বিবাদ হতো। সজিব নিজেও মাঠে কাজ-কর্ম করতেন।

রবিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সজিবের মা মাঠে কাজে যেতে তাকে ডাক দেন। কোন সাড়া না পেয়ে তার রুমের ভিতরে বাঁশের আড়ার সাথে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে সজিবের মায়ের আত্মচিৎকারে স্বজনরা ছুটে আসেন।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠায়।

দৌলতপুরে হুমকির মুখে নদী রক্ষা বাঁধসহ কয়েক হাজার পরিবার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের মহা উৎসব চলছে। স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল প্রতিদিন অবৈধভাবে

বালি উত্তোলনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে এই বালি উত্তোলনের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে রায়টা-মহিষকুন্ডি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ফিলিপনগর নদী রক্ষা ব্লক এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ হাজার হাজার মানুষের বসত বাড়ি। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বালি উত্তোলন বন্ধে একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরোধ করা হলেও বালি উত্তোলন বন্ধে প্রশাসন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বালি ব্যবসায়ীরা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ‘ম্যানেজ’ করেই স্থানীয় প্রভাবশালীরা অবৈধ এ বালি উত্তোলন ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। বালি উত্তোলন বন্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ফিলিপনগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্বেলন করে দৌলতপুরের ইউএনও শারমিন আক্তারের অপসারন ও অবিলম্বে বালি উত্তোলন বন্ধের দাবী করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, ফিলিপনগর এলাকার মামুন, রাজিব, নজু, বাদশাসহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন ফিলিপনগর নদী রক্ষা বাঁধের নিচে পদ্মা নদী থেকে প্রতিদিন ট্রলি ট্রলি বালি অবৈধভাবে উত্তোলন করে চলেছে। এ বিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনকে অবহিত করা হলে তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। ফলে ওই প্রভাবশালী মহল পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

অবিলম্বে এই ধরনের অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ না হলে মহিষকুন্ডি-রায়টা নদী রক্ষা বাধসহ ফিলিপনগর নদী রক্ষা ব্লক, ফিলিপনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফিলিপনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিএসএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সসহ কয়েক গ্রামের হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর নদী ভাঙ্গনে বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। এলাকাবাসীর বিরোধীতা সত্তেও অদৃশ্য শক্তির প্রভাব খাটিয়ে বালি ব্যবসায়ীরা কিভাবে এই বালি ব্যবসা করে আসছেন তা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের দিকে অভিযোগ ছুড়ে দেন তারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রশাসন কমিশন নেয়ার কারণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। সরেজমিন নদী ঘুরে বালি উত্তোলনের সত্যতাও পাওয়া গেছে। পদ্মা নদী থেকে প্রতিদিন নির্বিগ্নে বালি উত্তোলন করার ঘটনা দেখা গেছে। নদী থেকে বালি উত্তোলন করে নদীর পাড়ের স্তুপ করে রাখার চিত্র দেখা গেছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ফিলিপনগর গ্রামের বাসিন্দা হায়দার আলী বলেন, স্থানীয় কিছু ব্যাক্তি দীর্ঘ দিন ধরে এই বালি উত্তোলনের কারবার চালিয়ে আসছেন। বারবার প্রশাসনকে অনুরোধ করা হলেও অদৃশ্য কারণে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে বালি ব্যবসায়ী মামুন বলেন, রাজিব, নজু, বাদশা মিলে একসাথে বালির ব্যবসা করছেন। তারা বৈধ ভাবে বালি উত্তোলন করছেন। রাজশাহী-কুষ্টিয়ার মাঝ দিয়ে যে পদ্মা প্রবাহিত সেখানে বালি উত্তোলন করার জন্য সরকারের কাছ থেকে লিজ নেয়া হয়েছে। সে মোতবেক তারা পদ্মার রাজশাহী অংশের ভিতর থেকে বালি উত্তোলন করছেন।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার বলেন, করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় প্রায় এক মাসের অধিক সময় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত ছিলাম। এ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন এসিল্যান্ড।

বালি উত্তোলনের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, সম্প্রতি দুইবার এসিল্যান্ডের নেতৃত্বে নদীতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালানো হয়েছে। স্থানীয়দের অসহযোগিতার কারণে অভিযানের খবর পেয়ে বালি উত্তোলনকারীরা নদী থেকে পালিয়ে যাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ মাছ উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রোববার (৩০ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে আতারপাড়া চর নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়।

বিজিবি কুষ্টিয়া-৪৭ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক

আবু বিনসংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এতে বলা হয়, রবিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলাধীন কুষ্টিয়া (৪৭ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ উদয়নগর বিওপির টহল কমান্ডার নায়েব সুবেদার আরফান আলীর নেতৃত্বে আতারপাড়া চরে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করে বিজিবি সদস্যরা।

মাছগুলো স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার গরিব, অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের এমপির ভাইকে হত্যার ঘটনায় মামলা

কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. আ. কা. ম. সরওয়ার জাহান বাদশার ফুপাত ভাই হাসিনুর রহমান হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

শনিবার রাতে নিহত হাসিনুর রহমানের মামাত ভাই আব্দুল জব্বার বাদী হয়ে আটক মজিবর রহমান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীরসহ অজ্ঞাত আরও ৪-৫ জনকে আসামী করে দৌলতপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নং ৩৭। ত্যার ঘটনায় প্রধান আসামী মজিবর রহমান আটক হলেও অন্য আসামীরা পলাতক রয়েছে।

দৌলতপুর থানার ওসি নিশিকান্ত জানান, হাসিনুর রহমান হত্যার ঘটনায় আব্দুল জব্বার বাদী হয়ে মজিবর রহমান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীরসহ অজ্ঞাত আরও ৪-৫জনকে আসামী করে হত্যা মামালা দায়ের হয়েছে। এ ঘটনায় মজিবর রহমান আটক হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

এদিকে শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় দক্ষিণ–পশ্চিম ফিলিপনগর ফুটবল মাঠে নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে হাসিনুর রহমানকে সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নিজ বাড়ির পার্শ্ববতী ফিলিপনগর ইউনিয়নের ইসলামপুর ঘোষপাড়া মোড়ে পদ্মা নদীর ধারে হাসিনুর রহমান মাছ ক্রয় করতে গেলে মজিবর রহমান পেছন দিক থেকে অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাসিনুর রহমানকে ধারাল হাসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে কুপায়।

এসময় হাসিনুর রহমান মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর হাসপাতালে নেয়। পরে সকাল সোয়া ৯টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ ইসলাম ঘোষপাড়ায় অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে ঘাতক মজিবর রহমানকে আটক করেছে। সে ইসলামপুর ঘোষপাড়া এলাকার মৃত মতালি মিস্ত্রির ছেলে।

দেশে করোনায় আরও ৪২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৮৯৭

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অতিসংক্রামক এই রোগে সর্বমোট চার হাজার ২৪৮ জন মারা গেছেন।

রোববার বিকালে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির এই সবশেষ তথ্য জানানো হয়।

সেখানে বলা হয়, সকাল ৮টা পর্যন্ত শনাক্ত এক হাজার ৮৯৭ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ১০ হাজার ৮২২ জন হল।

আইইডিসিআরের হিসাবে গত একদিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৩ হাজার ৪৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাতে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে দুই লাখ এক হাজার ৯০৭ জন হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। ২৬ অগাস্ট তা তিন লাখ পেরিয়ে যায়।

এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ২৫ অগাস্ট সেই সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে যায়।

এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৫তম স্থানে। তার মৃতের সংখ্যায় বাংলাদেশ রয়েছে ২৯তম অবস্থানে।

এদিকে বৈশ্বিক করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই কোটি ছাড়িয়ে গেছে। রোববার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

আর মহামারীতে আক্রান্তের দিক থেকে দিনে দিনে নতুন রেকর্ড গড়ে যাচ্ছে ভারত। বিশ্বে আক্রান্তের গড় স্থিতিশীল থাকলেও কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন হয়েছে।

আগে যেখানে করোনা বিস্তারে দক্ষিণ আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রভূমি ধরা হতো, বর্তমানে ভারত সেই অবস্থান দখল করেছে।

রোববার ভারতে ৭৮ হাজার ৭৬১ জনের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মধ্য জুলাইয়ে ৭৭ হাজার ২৯৯ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছিল। ভারত সেই সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বে এখন আক্রান্তের সংখ্যা দুই কোটি ৫০ লাখ ৭৪ হাজার ৭৫১ জনে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বজুড়ে আট লাখ ৪০ হাজারের মতো মানুষ এই অতিসংক্রামক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যাবহুল দেশ ভারত মহামারী বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পরের অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু গত ৭ আগস্ট থেকে দেশটিতে সংক্রমণ সংখ্যা মারাত্মকভাবে বাড়ছে।

আক্রান্ত ও মৃত্যু বাড়লেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরে যাওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে গত মার্চে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশটিতে কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

সূত্র- যুগান্তর

ইমরান খানকে সরিয়ে রাহেল শরীফকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে চায় সৌদি আরব!

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইমরান খানকে সরিয়ে দিতে চাইছে সৌদি আরব। তার বদলে দেশটির সেনাবাহিনীর সাবেক জেনারেলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসাতে চায় সৌদি আরব। ব্রিটেন ভিত্তিক নিউ আরব নামের একটি সাইটে সম্প্রতি এ খবর প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ওই প্রতিবেদনে কারও মন্তব্য কিংবা সুস্পষ্ট সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

পাকিস্তানের ও ভারতীয় মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এমন দাবি করে নিউ আরবের ওই প্রতিবেদনে ওই খবরটি প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের মতে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে সৌদি নেতৃত্বাধীন ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স টু ফাইট টেরোরিজমের কমান্ডার জেনারেল রাহেল শরীফই সৌদির পছন্দের প্রার্থী।

পাকিস্তান ও সৌদি আরব সম্পর্ক বেশ গভীর। তবে কাশ্মীরের বিষয়ে সৌদির দৃশ্যমান কোনো প্রতিক্রিয়া না থাকায় এ সম্পর্কে তিক্ততা এসেছে বলে জানায় নিউ আরব নামের ওই সাইটটি।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ইমরান খান জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সাথে সৌদির সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। কাশ্মীর ইস্যুতে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু ওআইসির নেতৃত্বস্থানীয় দেশ সৌদির নিজস্ব বৈদেশিক নীতি আছে। পাকিস্তান যা বলবে সৌদি আরব তাই করবে এটা তাদেরও আশা করা উচিত নয়।

যে কারণে তিব্বতকে ‘দুর্ভেদ্য দুর্গ’ বানাতে চায় শি জিনপিং

‘শান্তিপূর্ণ মুক্তি’! সাত দশক আগে লাল ফৌজের তিব্বত দখল অভিযানকে এই ভাষাতেই চিহ্নিত করলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সেই সঙ্গে শনিবার তার ঘোষণা, সুস্থিতি বজায় রাখা, জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তিব্বতকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হবে।

একদলীয় শাসনাধীন চীনের শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে ১৯৫০ সালের অক্টোবরের গোড়ায় তিব্বত দখলের সাফাইও দিয়েছেন শি। তার যুক্তি, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে তিব্বতের জনগণকে মুক্তি দিতেই অভিযান চালিয়েছিল চীনা ফৌজ। যদিও ইতিহাস বলছে, দলাই লামা-সহ বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে কখনওই বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়নি তিব্বতে। একদা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রটিতে যাবতীয় অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল চীনা দখলদারির পরে।

‘সামন্ততন্ত্র’ থেকে তিব্বতকে মুক্ত করার দাবি করলেও, বেইজিং যে বৌদ্ধ আমজনতার মন জয় করতে পারেনি, শি জিনপিংয়ের বক্তৃতাতেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের তিনি বলেছেন, ‘তিব্বতের প্রতিটি যুবকের হৃদয়ের গভীরে চীনের প্রতি ভালবাসার বীজ রোপণ করতে হবে।’ আর সেই লক্ষ্যপূরণের পদ্ধতিও বাতলেছেন তিনি— ‘তিব্বতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক ও আদর্শগত শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।’

চীনের সরকারি সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া এই খবর প্রচার করার পর থেকেই ‘সিঁদুরে মেঘ’ দেখছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। তাদের আশঙ্কা, অধিকৃত শিনজিয়াংয়ে চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব যেভাবে ‘রাজনৈতিক শিক্ষা’র নামে উইঘুর মুসলিম যুবকদের বন্দি করে মগজধোলাই চালাচ্ছে, এবার তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চলেও সেই নীতি বলবৎ হবে। কারণ, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ

সম্পাদক জিনপিং গতকাল বলেছেন, ‘বৌদ্ধধর্মকে এবার সমাজতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।’

সাম্প্রতিক কালে একাধিক বার চীনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন তিব্বতিরা। লাল ফৌজ নির্মমভাবে তিব্বতিদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমন করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তিব্বত দখলের ৭০তম বর্ষপূর্তিতে চীনা প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য বেইজিং-ওয়াশিংটন সম্পর্কে নতুন টানাপড়েন সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গত মাসে মার্কিন বিদেশসচিব মাইক পম্পেয়ো জানিয়েছিলেন, অধিকৃত তিব্বতে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দমনপীড়নে অভিযুক্ত চীনা সরকারি আধিকারিকদের ভিসা দেওয়া হবে না। তার ওই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল চীন। সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল

সালাউদ্দিন আহমেদ। ঢাকা-৫-এর আসন্ন উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট পেতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। তার রাজনৈতিক পরিচয়, বাবা একসময় আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন। এটাই তার পুঁজি। নিজে আওয়ামী লীগ বা সহযোগী সংগঠন কোথাও নেই। তার পরও হতে চান রাজধানীর একটি আসনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের একজন আইনপ্রণেতা।

একইভাবে ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট চান জিন্নাত আলী। তার রাজনৈতিক পরিচয়, তিনি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ‘সাবেক’ সদস্য। একই আসনে নৌকার প্রার্থী হতে চান হাজী বিল্লাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ। নরসিংদীর এক উপজেলা নেতা মোজাম্মেল হকও হতে চান সাহারা খাতুনের উত্তরসূরি। আজ বিকালে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে পাঁচটি শূন্য আসনে প্রার্থী তালিকা করা হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা অংশ নেবেন।

শুধু এ চারজন নন, ঢাকা-৫ ও ঢাকা-১৮ আসনে সর্বমোট ৭৬ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন, যার অধিকাংশই মৌসুমি পাখির মতো। সংসদ সদস্য হতে হলে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, দলে যে ভূমিকা থাকা দরকার তার ছিটেফোঁটাও নেই। এখন দলের সুসময় তাই দলের মনোনয়ন চান, কিন্তু দুর্দিনে তাদের দেখা মেলেনি। ওয়ান-ইলেভেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে নেই তাদের কোনো ভূমিকা। আওয়ামী লীগ করেননি, অন্য দল থেকে সদ্য যোগ দিয়েও মনোনয়নপ্রত্যাশী।

একটি উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষকতা করেও যেমন প্রার্থী হতে চান, তেমনই মুদির দোকান পর্যায়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও মনোনয়ন চেয়েছেন। দলীয় নেতা-কর্মীরা বলছেন, তৃণমূল পর্যায়েও নেতা-কর্মীদের হাতে নগদ টাকা আছে। তাই নৈতিক অবক্ষয়ের পরোয়া না করে আওয়ামী লীগের এই নেতারা ৩০ হাজার টাকা দিয়ে একটি দলীয় ফরম সংগ্রহ করে এলাকায় ‘নাম ফোটাতে’ চাইছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, একেকটি আসনে এত প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি খুবই লজ্জাজনক। এটি চরম সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলারই দৃষ্টান্ত। সবাই এমপি হতে চাওয়ার এ প্রবণতা দুঃখজনক। সবাই সবকিছু পেতে চায়। ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্যও এটা অশুভ। ঢাকার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা থাকলে এক আসনের যোগ্য সর্বোচ্চ দুই থেকে তিনজন মনোনয়ন চাইতে পারে। ‘ফ্রিস্টাইলে’ মনোনয়ন ফরম তোলা শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একটা দেশের রাজনীতি ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে থাকলে যা হয়। যারা সংসদীয় রাজনীতি করেন, নেতৃত্বে কারা আসবেন তৃণমূল থেকে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ চর্চা যখন অনুপস্থিত থাকে তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এখন সবাই জানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে না। সে কারণে দলের নিম্ন পর্যায়ের নেতারাও ভাবেন, মনোনয়ন পেলেই জিতে যাব।

এখনই এ প্রবণতা একেবারে নিঃশেষ করা প্রয়োজন। যাদের সততা, যোগ্যতা ও দলের প্রতি আনুগত্য আছে তাদের মনোনয়ন দিলে সমস্যার সমাধান হবে।’ তিনি বলেন, ‘এখন থেকেই আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও ত্যাগী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে হবে। এটা না করে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে গার্মেন্ট ব্যবসায়ী কিংবা অটোমোবাইলের ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন দেওয়া হলে দলের ভিতরে সংকট সৃষ্টি হবে।’

অতীতে ঢাকার দুই আসনের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের ফরম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তারা সবাই দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। এদের কেউ কেউ ২০০১ সালের পর চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কেউ কেউ ওয়ান-ইলেভেনের সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে মুক্ত করতে ভূমিকা রেখেছেন। এ দুই আসনের নেতা- কর্মীরা বলছেন, অনেক প্রার্থীই তাদের মনোনয়নপত্রে ভুল তথ্য সংযোজন করেছেন।

কারণ, ১০ বছর আগেও যারা বিএনপি-জামায়াত করতেন তারাও এখন এ দুই আসনে দলীয় মনোনয়ন চান। আবার এক দিনও রাজনীতির মাঠে না থেকে এখন ত্যাগী নেতা সেজেছেন। দলটির ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন- দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল? দল ক্ষমতায় আছে বলেই তারা নির্বাচনী এলাকায় ত্রাণ বিতরণ, দানবীর সাজার চেষ্টা করছেন।

সূত্রমতে, শূন্য হওয়া পাঁচটি আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে হাইব্রিড ও সুবিধাবাদীদের ছড়াছড়ি। ত্যাগীর সংখ্যা হাতে গোনা। মনোনয়ন চেয়ে দলীয় ফরম কিনেছেন এমন অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় অচেনা। মনোনয়নপ্রত্যাশীরা কবে কোথায় কীভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। শূন্য হওয়া ঢাকা-১৮ আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর ফরম কেনা দেখে খোদ দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও হতবাক। এমনকি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বিস্মিত হয়েছেন তালিকা দেখে। এসব প্রার্থীর অনেকে ছাত্রজীবনে অন্য দল করলেও আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্রে সে তথ্য তুলে ধরেননি।

জানা যায়, কেউ কেউ ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তারাও এখন উপনির্বাচনে আওয়ামী প্রার্র্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। আবার কেউ কেউ ‘ডামি’ প্রার্থী হিসেবেও দলের মনোনয়নপত্র কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মনে প্রশ্ন উঠেছে- দলের দুঃসময়ে এত প্রার্থী ছিল কোথায়? এদের অনেককেই ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎ নেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এক আসনে এত এত লোক প্রার্থী হতে আগ্রহী, এতে অস্বস্তি বোধ করছে আওয়ামী লীগ।

প্রয়াত এমপি সাহারা খাতুনের আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ, বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সভাপতি-সম্পাদক ছাড়াও ইউনিট সদস্য, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা লীগ, যুব মহিলা লীগের সাবেক ও বর্তমান নেত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য,

সাবেক সচিব, ব্যবসায়ী, পুলিশের সাবেক ডিআইজি, সাবেক জেলা জজ, চিকিৎসক, শিক্ষক ও কাউন্সিলর। নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী নন, এমন ব্যক্তিও দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এমন প্রার্থীও আছেন যাদের নাম কেউ জীবনে শোনেনইনি। ৫৬ মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশি। রাজনীতিকের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

সূত্রমতে, আওয়ামী লীগের মতো ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলের এ ধরনের পরিস্থিতি এবারই প্রথম। বিশেষ করে ঢাকার উত্তরার আসনে ৫৬ জনের দলীয় মনোনয়ন ফরম কেনায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মানুষেরও চোখ ছানাবড়া। অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনায় একটি আসনে ৫২ জন দলীয় মনোনয়নপত্র কিনে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীর অনেকেরই ছাত্রজীবন থেকে এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক পটভূমি নেই।

অভিযোগ উঠেছে, এসব প্রার্থীর অনেকের পারিবারিক রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই। সুসময় ও দুঃসময়ে কখনো তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করার রেকর্ড নেই। প্রশ্ন উঠেছে- কোন যুক্তিতে এরা প্রার্থী হতে চান? এদের লক্ষ্য সংসদ সদস্য হওয়া, নাকি আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ? সূত্রমতে, ঢাকার দুটি আসনে এমন অনেকেই মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন, যাদের এলাকার লোকজনই চেনেন না। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই মনোনয়ন চাইছেন। অনেক ব্যবসায়ীও এ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চান। অনেকেই মনে করছেন নৌকা প্রতীক পেলেই এমপি নিশ্চিত।

কোনোমতে এমপি পদ বাগিয়ে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার চিন্তা থেকে সবাই প্রার্থী হতে চাচ্ছেন। ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন মেহেদী, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আবদুল হাফিজ মল্লিক, যুব মহিলা লীগ সভাপতি ও সংরক্ষিত নারী আসনে সাবেক সংসদ সদস্য নাজমা আকতার, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদের খান, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি মতিউর রহমান, বিমানবন্দর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. শাহজাহান আলী মন্ডল, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মজিবুর রহমান,

যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য মো. আবুল বাশার, ভাসানটেক থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি মো. ইয়াজ আলী ফকির, ডিএনসিসির

৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জাহিদুল ইসলাম মোল্লা, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী রবিন, ব্যবসায়ী এম এ রাজ্জাক খান, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য মুনতাজুল করিম, ঢাকা মহানগরী উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. খসরু চৌধুরী, আওয়ামী লীগ উপকমিটির সাবেক সহসম্পাদক নাজমুল হক বাবু, সাবেক সচিব মোহাম্মদ মুসা, পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের সাবেক ডিআইজি এস এম মাহফুজুল হক নূরুজ্জামান, মহিলা লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রেবেকা বেগম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাজিম উদ্দিন, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা এম এ মোফাজ্জল হোসেন, ঢাকা মহানগরী যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, উত্তরখান থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কামাল উদ্দিন,

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. আফসার উদ্দিন খান, সাবেক উত্তরখান ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আইন সম্পাদক নির্মল ডি কস্তা, খিলক্ষেত থানা যুব মহিলা লীগ সভাপতি নাজমা আক্তার, নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোজাম্মেল হক, ভাটারা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইসহাক মিয়া, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান, ঢাকা মহানগরী উত্তর যুবলীগের সাবেক সহসভাপতি ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডি এম শামীম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি মো. হাবিব হাসান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোহা. কবির হোসাইন,

খিলক্ষেত থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কেরামত আলী দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, সাবেক সংসদ সদস্য মনিরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য আবদুল ওয়াদুদ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসম্পাদক আমিনুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য কাজী খলিলুর রহমান, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শাখা স্বাচিপের সভাপতি ডা. সাব্বির আহমেদ খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদ সাজ্জাদ, তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য এস এম হোসাইন, উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কুতুব উদ্দিন আহমেদ ও সহসভাপতি রহিমুল হক, মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নাসিমা ফেরদৌস,

আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির সাবেক সদস্য মোজাম্মেল হোসেন মাতুব্বর (আমিনুল), ভাটারা থানা ছাত্রলীগের

সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য জিন্নাত আলী, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি শেখ মামুনুল হক, যুবলীগ নেতা হৃদয় চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মো. রেজাউল করিম, হাজী জিন্নাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ, ঢাকা মহানগরী উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ ওয়ালী আল কাদির, সাবেক দক্ষিণখান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মফিজউদ্দিন আহমেদ, ফরিদপুর কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শামীম রেজা ও উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগের সদস্য (প্রস্তাবিত) এস ফয়সাল আহমেদ।

ঢাকা-৫ আসনে যারা মনোনয়ন ফরম তুলেছেন তারা হলেন- ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রয়াত এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লার বড় ছেলে মশিউর রহমান সজল, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের (একাংশ) সভাপতি হারুন উর রশিদ সিআইপি, রমনা থানা আওয়াী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক এম এ কাশেম, যাত্রাবাড়ী থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ মুন্না, সভাপতি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু, ৭০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক চৌধুরী সাইফুন্নবী,

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাবেক এপিএস ড. আওলাদ হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লীগ সভাপতি নুর ইসলাম মোল্লা, দলের আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য নেহরিন মোস্তফা দিশি, ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, ডেমরা নাট্যকলা একাডেমির উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবদুর রাকিব ভুইয়া, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, ডেমরা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সদস্য বশির আহমেদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, ঢাকা দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন, আওয়ামী লীগ নেতা শওকত আলীর ছেলে সালাউদ্দিন আহমেদ, যুবলীগ মহিলা লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নাদিরা পারভীন।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একটি আসনের উপনির্বাচনে ৫৬ জনের মনোনয়নপত্র ওঠানোটা “অসুস্থ” প্রতিযোগিতা। দলীয় মনোনয়ন পেতে এত লোকের ভিড় করার দরকর নেই। যারা দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত, ত্যাগী ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য তাদেরই মনোনয়নপত্র তোলা উচিত। গয়রহ তোলা দুঃখজনক। এটা মিছে

সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলা ছাড়া কিছুই নয়।’

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ এক মাদক কারবারী আটক

মুজিবনগরে ৮১ বতল ফেনসিডিলসহ কামাল হোসেন(৩৫) নামের একজন মাদক কারবারীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান তিন রাস্তার মোড় থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত কামাল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল রাস্তা পাড়ার মহিদুল ইসলামের ছেলে।

মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, আসামী হুদা পাড়ার দিক থেকে আনন্দবাস হয়ে বাগোয়ান ক্রস করে মাদক চালান দেবে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই এসএম আলিফসং সংগীয় ফোর্স সেখানে অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালীন সময় বাগোয়ান মোড়ের কাছে তাদের দেখতে পৌছালে পুলিশের গাড়ির সিগনাল পাই। পরে তারা পালাতে যেয়ে মটরসাইকেল সহ পড়ে যায়। এমন অবস্থায় মটরসাইকেল চালক পালিয়ে যায় এবং তার পিছনে থাকা আসামি মাটিতে পড়ে থাকে।

পরে পুলিশ যেয়ে তাকে হাতেনাতে ফেনসিডিলসহ আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আনন্দবাস, বাগোয়ান এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন সময় আসামীর কাছ থেকে ৮১ বতল ফেনসিডিলসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

তার নামে মুজিবনগর থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দেওয়া হবে। এবং পালাতক আসামীকে আটক করার জন্য চেষ্টা চলছে।

দামুড়হুদায় ১৯ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আটকবর মোড়ে অভিযান চালিয়ে ১৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ কাবিদুল ইসলাম নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাটুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এস আই মোঃ পলাশ পারভেজ, এএসআই মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ জগন্নাথপুর আটকবর মোড় এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের মোঃ আঃ ওহাব এর ছেলে মোঃ কাবিদুল ইসলাম (২৫) কে জগন্নাথপুর আটকবর মোড় থেকে আটক করে পুলিশ। এ সময় আসামির কাছ থেকে ১৯ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয় ।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুল খালেক বলেন আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা করা হয়েছে এবং শনিবার আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।